জেলা: কক্সবাজার

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ১৪৮৩/২০২১

পক্ষগণঃ

মোহাম্মদ আকতার
.....বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারী
-বনাম-
মরিয়ম বেগম
.....বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

জনাব মোসরোজ ঝর্ণা সাথী
.....দরখাস্তকারীর পক্ষে
জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম
..... প্রতিপক্ষের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ১৫.১১.২০২৩
রায় প্রদানের তারিখ: ০৮.০১.২০২৪

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন:

বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়, যা নিম্নরূপ:

> *"Records be called for.*
>
> *Let a Rule be issued calling upon the opposite party No. 1 to show cause as to why the judgment and decree dated 18.02.2021 passed by the learned District Judge, Cox's Bazar in Family Appeal No. 05 of 2019 dismissing the appeal thereby affirming the judgment and decree dated 20.01.2019 and 23.01.2019 respectively passed by the Court of the learned Family Judge (Senior Assistant Judge), Chakaria, Cox's Bazar in Family*

Suit No. 91 of 2012 decreeing the suit should not be set aside and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper."

বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বাদীনির সাথে বিবাদীর মোহাম্মদ আকতার এর সামাজিকভাবে ও অভিভাবকদের মাধ্যমে গত ২৮/১০/২০১০ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রি নিকাহনামা মূলে ২,০০,০০০/-টাকা দেনমোহর ধার্যে ২০,০০০/-টাকা নগদ ও ১,৮০,০০০/-টাকা বকেয়া এবং খোরপোষ মাসিক ৩,০০০/- টাকা ধার্যে বিবাহ হয়। বিবাহের পর বাদীনিকে বিবাদীর বাড়ীতে আনুষ্ঠানিকভাবে উঠিয়ে নেওয়া হয়। বাদীনি ও বিবাদীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিবাহের পর বছর খানেক বিবাদী বাদীনির সাথে ভাল ব্যবহার করলেও কিছুদিন পর হতে বিভিন্ন কারণে-অকারণে এবং যৌতুকের দাবীতে বাদীর প্রতি বিবাদী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে দেয়। গত ৫/০৫/২০১১ ইং তারিখ বিবাদী ব্যবসার প্রয়োজন দেখিয়ে বাদীনির নিকট হতে তার স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রয় করে ফেলে। বাদীনি স্বর্ণালংকার বিক্রয় করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিবাদী ৫০,০০০/-টাকা যৌতুক আনতে বললে বাদীনি যৌতুক আনতে অপারগতা প্রকাশ করলে গত ৪/০৭/২০১১ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৯.০০ ঘটিকার সময় বিবাদী মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে এসে বাদীনির নিকট হতে পুনরায় যৌতুকের ৫০,০০০/-টাকা দাবী করে। বাদীনি যৌতুক আনতে অপারগতা প্রকাশ করলে তার সমস্ত স্বর্ণালংকার কেড়ে নিয়ে এক কাপড়ে ঘর হতে বাহির করে দেয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে দাবীকৃত যৌতুকের টাকা প্রদান না করলে তালাক প্রদান করবে মর্মে হুমকি প্রদান করে। বাদীনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিবাদীর সাথে সংসার করার আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও ব্যর্থ হয়। বিবাদী বাদীনিকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর কোন প্রকার খোরপোষ দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর নেয় নাই, ভরণ পোষণ প্রদান করে নাই। বাদীনি পক্ষে গত ১৪/০৮/২০১৩ ইং তারিখ আরজি সংশোধন করে আরো দাবী করেছেন যে, "বাদী মামলা দায়ের করার পর বিবাদী সুকৌশলে যৌতুক দাবী করবে না, মারধর ও নির্যাতন করবেনা, স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান পূর্বক বাড়িতে তুলে নিবে ইত্যাদি মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে বাদীনির সাথে স্বামী স্ত্রীরূপে দৈহিক মেলামেশা ও আসা যাওয়া করতে থাকে। বাদীনি সহজ সরল মহিলা হিসাবে তার

কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। ফলশ্রুতিতে বাদীনি বর্তমানে ৭/৮ মাসের অন্তঃসত্বা।" বিবাদী পুনরায় বাদীনিকে নির্যাতন ও মারধর পূর্বক প্রতারণা করে আসছে। এমতাবস্থায়, বকেয়া দেনমোহর, খোরপোষ এবং সন্তানের হিজানত ও ভরণ পোষণের ডিক্রী পাওয়ার প্রার্থনা করেছেন।

বিবাদী বাদীনির মোকদ্দমায় হাজির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই।

বিচারিক আদালত বাদীর উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য বিচার বিশ্লেষণপূর্বক বাদীর মোকদ্দমাটিতে একতরফা সূত্রে ডিক্রি প্রদান করেন। বিচারিক আদালত past maintenance হিসেবে ১,৮০,০০০/- টাকা এবং অপরিশোধিত দেনমোহর বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করেন। বিচারিক আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিবাদী বিজ্ঞ জেলা জজ, কক্সবাজার সমীপে পারিবারিক আপীল নং ০৫/ ২০১৯ দায়ের করেন। অত:পর, আপীল আদালত উভয়পক্ষকে শুনানীঅন্তে উক্ত আপীলটি না-মঞ্জুর করেন। আপীল আদালতের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে বিবাদীর দেওয়ানী কার্যবিধি ১১৫(১) ধারার বর্ণিত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে উপরি-উক্ত রুল জারী করা হয়।

প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শুনানীকালে নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত প্রার্থী-বিবাদীপক্ষকে মূল মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ প্রদান না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মূল মোকদ্দমাটি একতরফাভাবে ডিক্রি প্রদান করেন, যা আইনসঙ্গত নয়। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, আপীল আদালত স্বাধীন ও নির্মোহভাবে উক্ত মোকদ্দমার ঘটনা ও প্রেক্ষাপট বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে পারিবারিক আদালতের তর্কিত রায় ও ডিক্রি বহাল রেখেছেন, যা দৃশ্যত বেআইনী বিধায় আইনত: রক্ষণীয় নয়।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালতে বিবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও মোকদ্দমা শুনানীকালে আদালতে হাজির হয়নি। সংগত কারণে, আদালত বাদীপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্য-সাবুদ আইন ও তথ্যের সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করত: মূল মোকদ্দমাটি একতরফাসূত্রে ডিক্রি প্রদান করেন। আপীল আদালত নির্মোহভাবে সার্বিক বিষয়টি

বিচার বিশ্লেষণ করতঃ মূল মোকদ্দমার রায় ও ডিক্রি বহাল রাখেন। সংগত কারণে, তর্কিত রায় ও ডিক্রি হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ নাই।

অত্র মোকদ্দমার উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক, বাদী ও বিবাদীর আরজি এবং আরজির জবাব বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। নথি পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, বাদীনি বিবাদীর নিকট থেকে দেনমোহর, ভরণপোষণের নিমিত্ত উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিচারিক আদালত আইনসঙ্গতভাবে past maintenance নির্ধারণ করেছেন। নথি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, উক্ত মোকদ্দমাটি একতরফা নিস্পত্তি হওয়ার পর বিবাদীর দরখাস্তক্রমে একতরফা আদেশ রদ ও রহিত করা হয়। অত:পর, বিবাদীপক্ষ উক্ত মোকদ্দমায় লিখিত জবাব দাখিল করেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর্যাপ্ত সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকে। পরবর্তীতে পারিবারিক আদালত বাদীর উপস্থাপিত সাক্ষ্য-সাবুদ বিচার বিশ্লেষণ করে মূল মোকদ্দমাটি একতরফা সূত্রে ডিক্রি প্রদান করেন। বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি based on sound reasonings. আপীল আদালত নির্মোহভাবে বাদীপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ করতঃ বিচারিক আদালতের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। উভয় আদালতের যৌথ সমাপতন (Concurrent findings) আইনসঙ্গত বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ পরিলক্ষিত হয় না। ফলে, রুলটি ব্যর্থ।

অতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত রুলটি বিনা খরচায় discharged করা হলো। ইতোপূর্বে অত্রাদালত কর্তৃক জারীকৃত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

নিম্ন আদালতে অত্র রায়ের কপিসহ LCRs জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

নাছের
পিও